গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ১৩ - ১৯ মে, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ৬০ বছর

৮ মে ১৯৪৫, সোভিয়েট লালফৌজ অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়ে দুর্ভেদ্য বার্লিন শহর দখল করে হিটলারের সমরশক্তির মৃত্যু ঘোষণা করে। মধ্যরাত্রে জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল কাইতেল আত্মসমর্পণপত্রে স্বাক্ষর করেন। বহু প্রাণ ও বহু ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে লালফৌজের বীর সৈনিকরা জার্মান পার্লামেন্ট ভবন রাইখস্টাগের শীর্ষে রক্তপতাকা তুলে দেয়। মানবতার ঘৃণ্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদের হাত থেকে বিশ্বের জনগণ রক্ষা পায়। জার্মানির ভিতরেও, গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ, যাঁরা জাতিতে জার্মান হয়েও ফ্যাসিস্ট গেস্টাপো এবং এস এস বাহিনীর চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন, হিটলারবাহিনীর পরাজয়ে তাঁরাও মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। গোটা বিশ্ব সেদিন একবাক্যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিশ্বমানবতার মুক্তিদাতা হিসাবে মেনে নেয়। সেদিন স্ট্যালিনের নাম বুকে নিয়ে সোভিয়েট জনগণ যে লড়াই করেছিল, সে-যুদ্ধ ইতিহাসের সব পুরনো নজিরকে ম্লান করে দেয়। আলেকজাণ্ডারের গ্রীকবাহিনীর বিশ্ববিজয়, হানিবলের আল্পস্ অতিক্রমের গৌরব লালফৌজের অতুলনীয় বীরত্বের পাশে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। সোভিয়েট জনগণ, লালফৌজ, কমিউনিস্ট পার্টি, কমরেড স্ট্যালিন মানবমুক্তির প্রতীকে পরিণত হয়।

ফ্যাসিস্ট বাহিনী রাশিয়ার মাটিতে যে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের সামনে পড়ে তা কল্পনার অতীত ছিল। দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর সামনে ফ্রান্স কয়েকদিনের যুদ্ধেই খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। কয়েকদিনেই একাধিক ইউরোপীয় দেশ হিটলারের পদানত হয়। ব্রিটেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অতীতে রাজতন্ত্র বনাম পার্লামেন্টের সংগ্রামে যে ব্রিটিশ জনগণ সাহসী লড়াই পরিচালনা করেছিল, ফরাসি বিপ্লবে যে জনগণ বুরবোঁ রাজশক্তির বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামী দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল, আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল যে মার্কিন জনগণ, সেই জনগণ ফ্যাসিস্ট হিটলার বাহিনীর সামনে রুশ জনগণের মতো অমিতবিক্রমে দাঁড়াতে পারেনি। কেন পারেনি ? কারণ, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সের রাষ্ট্র শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। দেশ শোষক ও শোষিতে বিভক্ত। সরকার জনস্বার্থবিরোধী ও বৈষম্যবাদী। জনগণ ধনী, দরিদ্র, খ্রিষ্টান, অখ্রিষ্টান, ইহুদি, শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায় এমন হাজারো ভাগে বিভক্ত। রাষ্ট্রনেতারা একচেটিয়া মালিক-স্বার্থের প্রতিভূ। তাই গোটা জাতিকে অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ করে জনগণের অপরাজেয় শক্তির জন্ম দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারা যুদ্ধ করেছে মূলত বেতনভোগী সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করে।

৮ মে, ২০০৫, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবীণ সৈনিকেরা স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিশোভিত ট্রেনে করে এসেছেন মস্কোয়, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে

বিপরীতে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র ছিল পুঁজিবাদের চেয়ে উন্নততর শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটানোর পাশাপাশি মানুষে মানুষে ভাষাগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত, অঞ্চলগত সমস্ত বিভেদ ও বৈষম্য পুরোপুরি দূর করার পথে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সোভিয়েট নেতৃত্ব রাষ্ট্র, সরকার, সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতি ও আদর্শের আধারে যে নিশ্ছিদ্র ঐক্য গড়ে তুলেছিল সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে হিটলার পরাজয় মানতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধবিজয়ের উৎসবে স্ট্যালিন এই জয়ের কৃতিত্ব দিয়েছিলেন সোভিয়েট জনগণকে। তিনি বলেছিলেন — যুদ্ধের গোড়ার দিকে আমরা পিছু হঠছিলাম, গ্রামের পর গ্রাম জার্মান দখলে চলে যাচ্ছিল এবং রুশ জনগণ ফ্যাসিস্টদের হাতে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও ক্লেশের শিকার হচ্ছিল। অন্য কোনও দেশের জনগণ হলে বলতো — সরকার তুমি আমাদের রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছো, তুমি পদত্যাগ করো, আমরা জার্মানদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেব, কিন্তু রুশ জনগণ তা করেনি। তারা সোভিয়েট সরকারের উপর আস্থা রেখেছিল। তাই এ জয় রুশ জনগণের জয়।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের লড়াই ছিল অন্ধতার বিরুদ্ধে যুক্তি, ফ্যাসিস্ট রেজিমেন্টেশনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মনুষ্যহীনতার বিরুদ্ধে মানবতা প্রতিষ্ঠার লড়াই। তাই সেদিন দেশে দেশে সমস্ত প্রকৃত জাতীয়তাবাদী, মানবতাবাদী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক

বার্লিনে যুদ্ধজয়ের স্মারক

ভাস্কর ঃ ই ভুচেতিচ্

বিজয়ী সৈনিকের মূর্তির মূল পরিকল্পনায় শিশুটির সংযোজনের পরামর্শ স্ট্যালিনের

এবং সাধারণ মানুষ বলশেভিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দুনিয়াজোড়া ফ্যাসিবিরোধী এই বিশাল শক্তির কাণ্ডারী ছিলেন স্ট্যালিন, যিনি নিজে এক মহান বিপ্লবী সংগ্রামের সৃষ্টি।

হিটলার জানতেন, ইউরোপের দেশগুলির ভিতরে রয়েছে অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠী, উগ্র ইহুদি বিদ্বেষী, নাৎসী-সমর্থক সম্প্রদায়। তিনি অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে এদের ঘরশত্রু হিসাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। ফ্রান্সের মতো বিপ্লবী ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশ সহ ইউরোপের দেশগুলিতে জার্মানবাহিনী

ছয়ের পাতায় দেখুন

<u>গ্রেট ইস্টার্নের বেসরকারীকরণ</u>

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন নীতিরই অঙ্গ

কেন্দ্রে সিপিএম সমর্থন-নির্ভর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ জোট সরকার বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের নীতিকে অত্যন্ত দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে কার্যকরী করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকারও একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলিকে হয় বন্ধ করে দিচ্ছে, নাহয় কর্মীসংকোচন করছে ও বেসরকারীকরণ ঘটাচ্ছে। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সিটু পরিচালিত ইউনিয়নের শ্রমিকরা ভেবেছিলেন, সরকার অনুগামী সংগঠনের নেতাদের ধরেই তাঁরা বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবেন। কিন্তু তার দ্বারা এঙ্গেল ইন্ডিয়ার শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের হাত থেকে রেহাই পান নি, রেহাই পাননি ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের কর্মীরাও। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সিটু অনুগামী কর্মচারীরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই আজ একথা বুঝেছেন যে, তাঁদের নেতারা তাঁদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না; তাই নেতৃত্বের হুমকি অগ্রাহ্য করেই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

সকলেই জানেন, রাজ্যের সিপিএম সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার পরিচালিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল তারা আর চালাবে না; বেসরকারি কোন সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেবে। এ ব্যাপারে সরকার নাকি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। বিক্রির আগে হোটেলটির ৪৫০ জন কর্মীর সকলকেই সরকার বিদায় করতে চায়। কারণ দেশি-বিদেশি যে ১০টি সংস্থার সাথে হোটেলটি বিক্রির ব্যাপারে সরকারের কথা হয়েছে, তারা নাকি পুরোনো কোনও কর্মীকেই রাখতে চায় না। রাজ্য সরকার এই শর্ত মেনে নিয়েই স্থায়ী ৩৭৫ জন কর্মীর জন্য ই আর এস (আর্লি রিটায়ারমেন্ট স্কীম) ঘোষণা করেছে। ই আর এসের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা জোগাবে ব্রিটিশ আর্থিক সংস্থা ডি এফ আই ডি (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশানাল ডেভেলপমেন্ট)।

সরকার জানিয়েছে, ক্রমাগত লোকসান হওয়ায় নাকি তারা আর হোটেলটি চালাতে পারছে না। কিন্তু সরকারের এই বক্তব্য কি সঠিক? সত্যিই কি সরকার চেষ্টা করেও হোটেলটি চালাতে পারছে না? সকলেই জানেন, বিশ্বায়ন এবং উদারনীতির বর্তমান যুগে হোটেল ব্যবসা একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠেছে। দেশি বিদেশি নির্বিশেষে বৃহৎ পুঁজি আজ অত্যন্ত লাভজনক এই হোটেল ব্যবসায় ঢুকতে চাইছে। তাই অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও বড় বড় শহরগুলিতে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন পাঁচতারা-সাততারা হোটেল। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলটি চালিয়ে সরকারের ক্ষতি হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে কি — যদি সরকারি পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যেই অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা এবং ব্যাপক দুর্নীতি না

ছয়ের পাতায় দেখুন

উত্তর ২৪পরগণা

জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও গ্রামীণ ডাক্তারদের স্বীকৃতির দাবিতে কনভেনশন

৩০ এপ্রিল উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর ব্লকের তেঁতুলিয়া হাইস্কুলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্বাস্থ্য আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রামীণ ডাক্তারদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে স্বাস্থ্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য না করে পণ্যে পরিণত করার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হীন ষড়যন্ত্রে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

কনভেনশন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে যে, জনগণই একটা দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। ফলে জনস্বাস্থ্য রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। অথচ সরকার একদিকে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে দিচ্ছে, অন্যদিকে গ্রামীণ ডাক্তার ও চিকিৎসা পরিষেবার উপর আঘাত হেনে, চিকিৎসাক্ষেত্রকে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতের মুঠোয় তুলে দিতে 'ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিসমেন্ট অ্যাক্ট' চালু করছে। নিয়ন্ত্রিত দামের ওষুধের সংখ্যা কমিয়ে ও নতুন পেটেন্ট আইনের মাধ্যমে জীবনদায়ী ওষুধ সহ সকল ওষুধের দাম বহুগুণ বাড়ানো হচ্ছে।

কনভেনশনে দাবি তোলা হয় —

(১) রাজ্য সরকারের ১২ হাজার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার নীল নকসা — 'প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ' নীতি বাতিল করতে হবে।

(২) এই ব্লকের শাঁড়াপুল বি পি এইচ সি, বাঁকড়া ও চারঘাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ভেঙে পড়া চিকিৎসাব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

(৩) গ্রামীণ ডাক্তারদের সরকারিভাবে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

শতাধিক ডাক্তার ও স্বাস্থ্য আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহসভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য আন্দোলনের সংগঠক ডাঃ তিমির দাস, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সম্পাদক দাউদ গাজি ও জেলা এম এস এস-এর পক্ষে শিবানী হালদার।

ডাঃ জাহেরুল ইসলামকে সভাপতি এবং ডাঃ গোবিন্দ রায় ও ডাঃ আশাউল সরদারকে যুগ্ম সম্পাদক করে কনভেনশন থেকে ৩০ সদস্যের স্বরূপনগর ব্লক হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গঠিত হয়।

পুরুলিয়া

বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

১ মে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা'র পুরুলিয়া শহর কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বকলমে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতি বছরের মতো এ'বছরও এপ্রিল মাস থেকে গৃহস্থ, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়ে দিয়েছে। গৃহস্থদের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে গড়ে ৭ পয়সা বৃদ্ধি করেছে, কৃষিতে বাড়িয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। শিল্পে কয়েক পয়সা দাম কমিয়ে পুনরায় ফিক্সড চার্জ চালু করেছে। বাণিজ্যিকক্ষেত্রেও চতুরতার সঙ্গে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছে। এই অবস্থায় পুরুলিয়া শহরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জীবনে লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ, অন্যায়ভাবে লাইন কাটা, ভুতুড়ে বিল, রাস্তায় ও বস্তির ঘরে ঘরে আলোর অভাব এবং বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি প্রতিরোধে আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক অমল মাইতি, পুরুলিয়া জেলা কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক গৌতম হাটি প্রমুখ। সম্মেলনে নন্দলাল চৌবেকে সভাপতি, বনবিহারী মুখার্জীকে সম্পাদক এবং দিলীপ সিটকে কোষাধ্যক্ষ করে অ্যাবেকা'র পুরুলিয়া শহর কমিটি গঠিত হয়।

দক্ষিণ ২৪পরগণা

আন্দোলনের চাপে নামখানায় বাসভাড়া-বৃদ্ধির নোটিশ প্রত্যাহার

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানা-বকখালি রুটে ১৮ এপ্রিল থেকে বাসের বর্ধিত ভাড়া চালু করার নোটিশ কর্তৃপক্ষ জারি করলে বরাবরের মতো এবারও এস ইউ সি আই আন্দোলনে নামে। দলের নামখানা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ১২ এপ্রিল বি ডি ও'র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে সর্বদলীয় সভা ডেকে ভাড়া বাড়ানোর যৌক্তিকতা আছে কি নেই, তা নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হয়। সেই মোতাবেক গত ১৭ এপ্রিল সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় আপাতত বাসের ভাড়া বাড়ানো হবে না। দাবি আদায় হওয়ায় জনসাধারণ আনন্দিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যস্তরে ভাড়াবৃদ্ধির প্রশ্নে সর্বদলীয় সভা ডাকার জন্য এস ইউ সি আই বারবার দাবি করলেও সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার বাসমালিকদের স্বার্থে এই দাবি উপেক্ষা করে চলেছে।

ঘাতক জওয়ানকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে — এম এস এস

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট থানার ঘোজাডাঙায় প্রকাশ্য দিবালোকে এক বি এস এফ জওয়ান কর্তৃক কিরণবালা দাস নামে এক মহিলাকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেন ঃ বি এস এফ-এর বি ১০৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ঐ জওয়ান ও তার সঙ্গীর দেওয়া কুপ্রস্তাবে মহিলা রাজি না হওয়ায় দু'জন পদস্থ অফিসারের সামনেই উক্ত জওয়ান এই হত্যাকাণ্ড চালায়। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, সি পি এম সরকারের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্নটি আজ কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

তিনি দৃঢ়ভাবে অভিমত প্রকাশ করেন, প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষই এ ধরনের ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী। তাদের নির্লিপ্ততা, জনগণের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পরিণতিতে প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই আজ ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে হত্যার মতো ঘৃণ্য ঘটনা অবাধে ঘটিয়ে চলেছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করার সাথে সাথে তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

নারীনির্যাতনের প্রতিবাদে রাজ্যপাল সমীপে এম এস এস

সারা দেশে নারীপাচার ও নারীনির্যাতন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে; মা-বোনেরা ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য ঘটনার শিকার হচ্ছেন। গণমাধ্যমে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির যে ব্যাপক প্রচার চলছে, তারই ফলশ্রুতিতে নারীর নিরাপত্তা আজ ভয়ঙ্করভাবে বিঘ্নিত। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যের সি পি এম ফ্রন্ট সরকার ষষ্ঠশ্রেণী থেকে জীবনশৈলী শিক্ষার আড়ালে যৌনশিক্ষা চালু করার যে নীলনক্সা তৈরি করেছে তা সমাজের নৈতিকতার মান আরও ধসিয়ে দেবে।

এই পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়ের নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল গত ৩ মে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। রাজ্যপালের কাছে দাবি জানানো হয় নারীপাচার ও নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলে রাজ্যপাল আশ্বাস দেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

নামখানায় টেলিফোন গ্রাহক আন্দোলনের জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানায় সম্প্রতি চারশ' টেলিফোন গ্রাহককে অন্যায়ভাবে বিপুল অঙ্কের টাকার বিল পাঠানো হলে গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। টেলিফোন দপ্তরের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে টেলিগ্রাহকরা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন। এস ইউ সি আই নামখানা লোকাল কমিটির সম্পাদিকা প্রতিভা মিশ্র সহ মহাদেব মাঝি, রাধাকিশোর মণ্ডল, সমীরণ ধাড়া, সুধীর মণ্ডল প্রমুখ গ্রাহকেরা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

বর্ধিত টাকার সমস্ত ভুয়ো টেলিফোন বিল বাতিল করে যথাযথ বিল পাঠানোর দাবিতে গ্রাহকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালানো হয় এবং ২৬ এপ্রিল অ্যাকাউন্ট অফিসার (টি আর) এবং কাকদ্বীপ এস ডি ই-র কাছে গণস্বাক্ষরিত দাবিপত্র পেশ করা হয়। আন্দোলনের ক্রমোন্নতিতে ৩০ এপ্রিল টেলিগ্রাহক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে মদন গিরিকে সভাপতি, মহাদেব মাঝিকে সম্পাদক ও কমলেন্দু পানিকে সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করে 'টেলিগ্রাহক স্বার্থরক্ষা কমিটি' গঠিত হয়েছে।

আন্দোলনের চাপে টেলিফোন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমস্ত ভুয়ো বিল বাতিল করে নতুন বিল পাঠায়। পূর্বে কখনো কখনো দু-একটি ভুয়ো বিল বাতিলের দৃষ্টান্ত থাকলেও একসঙ্গে এত বিল বাতিলের ঘটনা নামখানায় এই প্রথম। শুধু তাই নয়, ২৯ এপ্রিল ছিল টাকা জমা দেবার নির্দ্ধারিত দিন ; কর্তৃপক্ষ সেই তারিখও বদল করে ১১ মে করেছে। আন্দোলনের এই জয়ে স্বাভাবিক কারণেই টেলিগ্রাহকেরা খুশি।

কলকাতা

স্কুলস্তরে ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে ডি আই অফিসে ছাত্র বিক্ষোভ

শিক্ষাক্ষেত্রে ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন প্রথা বাতিল সহ শিক্ষার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলন চলছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত অধিকাংশ স্কুল-কর্তৃপক্ষ সরকার নির্ধারিত ফি'র কয়েকগুণ বেশি ফি আদায় করছে। এর বিরুদ্ধে কলকাতার প্রায় ২০০টি স্কুলে এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। ৫ এপ্রিল কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতার ডি আই'র কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর এক বিক্ষোভ মিছিল দেশপ্রিয় পার্ক থেকে গড়িয়াহাট মোড়ে ডি আই অফিসে পৌঁছায়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভাশেষে, জীবনশৈলীর নামে যৌনশিক্ষাকে স্কুলস্তরে চালু করার প্রস্তাবের প্রতিলিপি পোড়ান হয়। চারজনের এক প্রতিনিধি দল ডি আই'র কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। উত্থাপিত দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে ডি আই বলেন, কোনও স্কুল সরকার নির্ধারিত ফি'র বাইরে কোনও ফি আদায় করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তিনি নতুন করে সার্কুলার পাঠাবেন। এছাড়াও কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করা এবং তিন বছরের আগে ক্লাসের বই পরিবর্তন না করার ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান।

ফুলবাড়িতে মহিলা সম্মেলন

গত ১২ এপ্রিল মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দার্জিলিং জেলার ফুলবাড়ি ২নং আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে এবং পণপ্রথা, নারীপাচার, নারী নির্যাতন, জীবনশৈলী শিক্ষার নামে স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে শতাধিক মহিলা অংশ নেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন এম এস এস-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড ঝর্ণা দাশগুপ্তা। প্রধান বক্তা, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্যা কমরেড সান্ত্বনা দত্ত নারীদের সমঅধিকার ও নারীমুক্তির দাবিতে আন্দোলনে সমস্ত নারীসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদিকা কমরেড জয়ন্তী ভট্টাচার্য, কমরেড খঞ্জনা বর্মন প্রমুখ। কমরেড খঞ্জনা বর্মনকে সভানেত্রী এবং কমরেড ফতেমা খাতুনকে সম্পাদিকা নির্বাচিত করে ১৫ জনের একটি আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়েছে।

সাহায্যের প্রতিশ্রুতির নেপথ্যে সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি

কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার কাছে শুধু একটা বিশেষ চালাকি নয়, একটা লাভজনক চালাকি। একে হাতিয়ার করে তারা অনেক কিছু 'আয়ত্ত' করে নেয়। দেশে দেশে অর্থনৈতিক শোষণের জাল ছড়িয়ে দেওয়া এবং সরাসরি আক্রমণে কোথাও দেশ দখল করে সেখানে সরকার বসিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করার ঘটনায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিশ্বের মানুষের যে ঘৃণার পাত্র হয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদার অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা সেই ঘৃণিত ভাবমূর্তিকে কিছুটা আড়াল করার চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক আক্রমণ বা যুদ্ধে নারী-শিশুসহ লক্ষ লক্ষ সাধারণ নিরীহ মানুষ হত্যা করার পর এই 'প্রতিশ্রুতি'র মধ্য দিয়ে তারা তাদের কপট 'মানবপ্রেমী' চেহারা তুলে ধরার বা 'ত্রাতা'র ভেক্ ধরার সুযোগ পায়। দেখানোর চেষ্টা করে তাদের মন কত 'দরদী'। কেউ যদি ধরে নেয় যে, উদ্দেশ্য যাই হোক, মানুষকে বাঁচাবার জন্য বিশাল পরিমাণ টাকা তো তারা দেয়, তবে সেখানেই মস্ত ভুল হবে। কারণ এই 'প্রতিশ্রুতির' বহর যত বিশালই হোক, তার 'ছিটেফোঁটাই তারা বাস্তবে দেয়। সময়ের প্রবাহে মানুষ এই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরাও সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়। বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা দুঃসহ জীবনের বোঝা বইতে বইতে মৃত্যুমিছিলে যোগ দেয়।

আবার যে সাহায্য তারা পাঠায় তাতে প্রথমত শর্তহীন অংশ থাকে খুব কমই। বেশিরভাগ অর্থই পাঠানো হয় ঋণ হিসাবে, নানা কঠিন শর্তের বাঁধুনিতে। আর পাঠানো হয় খাদ্য সাহায্য যার পিছনের রহস্য হল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর গুদামে জমে থাকা অতিরিক্ত খাদ্য খালাস করা।

কোন দেশে কোন বিপর্যয় ঘটলে — তা সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের ফলেই হোক বা কোন প্রাকৃতিক কারণেই হোক — ধনী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো পুনর্গঠনে সাহায্য করার আড়ালে সেই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর বাজারে ঢুকে পড়ার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে বেসরকারি, আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের পাঠিয়ে দেয়। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের হাত থেকে সামান্য হলেও যেসব দেশের বাজার কিছুটা সংরক্ষিত ছিল, সাহায্য দেওয়ার সুযোগে সেই বাজার জোর করে খুলে দেওয়া হয়। এরপরই দেশের গোটা আর্থিক ব্যবস্থার উপরই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি প্রভাব খাটাতে শুরু করে। সরকারি শিল্পের বেসরকারীকরণে চাপ দিতে শুরু করে। নিজেরাই শেয়ার কিনে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ চালায়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও লগ্নির রাস্তা পরিষ্কার করে, মুনাফার ঝুলি ভরে নেয়। দরিদ্র জনসাধারণ আরও দরিদ্র হয়। শুধু তাই নয়, এই সাম্রাজ্যবাদী 'সাহায্যকারী'রা ঐ দেশগুলোর উপর তাদের কব্জা জোরদার করার জন্য সেখানকার সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতি ও পরনির্ভরশীলতার পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। হাইতি, কাম্বোডিয়া, পূর্ব তিমোর, নিকারাগুয়া, এল সালভাদর, আফগানিস্তান, ইরাক সহ আরও বহু দেশই এর দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই তথাকথিত 'সাহায্য' বা 'পুনর্গঠন' বা 'ত্রাণের' আড়ালে এই হীন ষড়যন্ত্র এখানেই শেষ নয়। এইভাবে তারা সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলোকে দুর্বল করে দেয় বা ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যায় এবং তারপর তাদেরই আবার 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' বা 'অকর্মণ্য সরকার' আখ্যা দিয়ে আরও বেশি করে সাম্রাজ্যবাদীদের উপর নির্ভরশীল করে তোলে বা সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করে নেয়। ফলে, বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত, কিংবা যুদ্ধে বা আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের দৈহিক মানসিক ভাঙনের পেছনে পেছনেই তথাকথিত 'সাহায্য'-রাজনীতির মধ্য দিয়ে শুরু হয় অর্থনৈতিক আক্রমণ।

এতো গেল তাদের 'সাহায্যের' বা 'পুনর্গঠনের' জন্য দরদ দেখানোর পিছনকার দুরভিসন্ধি। কিন্তু এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিটাও থাকে মিথ্যাচারে ভরা। সাম্প্রতিককালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তার সহযোগী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্র আফগানিস্তান ধ্বংস করে দেওয়ার পর সাহায্যের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু একটি পয়সাও দেয়নি। যুগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। কোন সাহায্যই দেওয়া হয়নি।

২০০৪ সাল। 'সুনামির' মতো এরকমই এক ২৬শে ডিসেম্বর ইরানে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। এই ভূমিকম্পের তীব্রতায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন 'বাম' শহরের ৮০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ৩১ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সেইসময় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার ৪৪টি দেশ ১১০ কোটি ডলার ত্রাণসহ পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ইরান কত পেয়েছিল? মাত্র ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ডলার। এখনও সেখানে বহু লোক তাঁবুতে অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে। প্রতিশ্রুতির টাকা না পাওয়ায় রাষ্ট্রসংঘ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার পুনর্গঠন পরিকল্পনায় হাতই দিতে পারেনি। এই প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে মহান 'মানবপ্রেমিক' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সহ অন্যান্য ধনী দেশও ছিল। এভাবেই ওরা 'প্রতিশ্রুতি' রক্ষা করে! ২০০২ সালে মোজাম্বিকে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্যের যা 'আশ্বাস' দেওয়া হয়েছিল তাও প্রায় বন্যারই মত। কিন্তু মোজাম্বিকের মানুষ পেয়েছিল অর্ধেকেরও কম। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে 'হ্যারিকেন মিচ' নামে এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে মধ্য আমেরিকা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। তাতে ১১ হাজারেরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ৯০০ কোটি ডলার প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু দিয়েছিল মাত্র তিনশো কোটি ডলার, তাও পাঁচ বছর বাদে। কী মহান প্রতিশ্রুতি! এর ঠিক ১৪ মাস পরে আবার ঐ মোজাম্বিকে এবং তার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বিধ্বংসী ঝড়ের পর তিন সপ্তাহ ধরে যে বন্যা হয়েছিল, গত ৫০ বছরের ইতিহাসে তা তুলনাহীন। আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ৪০০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু পৌঁছেছিল মাত্র অর্ধেক। ইথিওপিয়ায় ১৯৮৪ সালে এক ভয়াল দুর্ভিক্ষে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছিল। এর কিছুদিন আগেই আফ্রিকার এই দেশটি প্রতিবেশী দেশের সাথে যুদ্ধে সর্বস্বান্ত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে শোচনীয় অবস্থায় চলে গিয়েছিল। তারপরেই এই দুর্ভিক্ষ। এই সময় তাদের দরকার ছিল খাদ্য। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে ইথিওপিয়া সরকার বিশ্বের দেশগুলোর কাছে জরুরি ভিত্তিতে ৯ লক্ষ টন খাদ্য সাহায্যের আবেদন করেছিল। অর্ধেক পরিমাণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জুটেছিল মাত্র ১০ হাজার টন। এ এক নির্মম উপহাস। 'সভ্য' পুঁজিবাদী দুনিয়া ইথিওপিয়ায় হাজার হাজার শিশু-বৃদ্ধ সহ অভুক্ত অসহায় মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু দেখল। আজও সেই দেশে জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় ৭০ লক্ষ মানুষ অনাহারের কবলে। ঠিক এই সময়ই সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয় অভিষেক উৎসবে একদিনে স্ফূর্তি করতেই ৪০০ মিলিয়ন ডলার উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ভারতবর্ষে ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য গুদামে পচে যাচ্ছে, খাদ্যের অনুপযোগী হওয়ার ফলে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার কথা হচ্ছে।

২০০৫ সালে আফ্রিকা সম্পর্কে নীতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে 'ক্যাথলিক এজেন্সি ফর ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যে দলিল প্রকাশ করেছিল, তাতে ছিল ঃ ''ছ'বছর আগে কোলনে অনুষ্ঠিত জি-৭ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পোন্নত দেশগুলির শীর্ষবৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর ১০ হাজার কোটি ডলার ঋণ মকুব করে দেওয়া হবে।'' কিন্তু সেই 'প্রতিশ্রুতি'র মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অর্থ ঋণী দেশগুলির হাতে পৌঁছেছিল। ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষিত এই পরিকল্পনা এখন শিকেয়, অথচ নির্মম হলেও সত্য, এই দলিলেই দেখানো হয়েছে, ইউরোপ-আমেরিকায় কুকুর-বেড়াল পুষতে প্রতি বছর যা খরচ হয়, তা আফ্রিকাকে দেওয়া সাহায্যের পরিমাণের সমান। শুনতে অবাক লাগতে পারে, গোটা আফ্রিকাবাসীদের যা রোজগার, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো গবাদি পশুপালনে খরচ করে তার থেকেও বেশি। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর, তাদের শিরোমণিদের আর্তের কান্নায় প্রতিশ্রুতি রক্ষার নমুনা!

এই প্রেক্ষাপটেই ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর শতাব্দীর অন্যতম ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় 'সুনামি'র দানবীয় আঘাতে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ ভারতে যে ধ্বংসলীলা ঘটেছে তা বিশ্বের মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। এই ধ্বংসের আক্ষরিক বর্ণনা সংবাদমাধ্যমগুলো যতটুকু দিয়েছে — তা থেকে একটা মহাদেশের বিরাট অঞ্চল জুড়ে বৈষয়িক ক্ষতির পরিমাণ তথ্যগতভাবে জানা গেলেও, মানুষের জীবনে এই ক্ষতির প্রকৃত ভয়াবহতা মানবিক উপলব্ধি ছাড়া ধরা অসম্ভব। শুধু লক্ষ লক্ষ মৃত্যুই হয়নি, হাজার হাজার ঘরবাড়ি তলিয়ে যায়নি, সচ্ছল পরিবারগুলো নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে, গরিব মানুষগুলো নিশ্চিহ্নতার কিনারায় দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষে 'সুনামি' বিধ্বস্ত দক্ষিণাঞ্চলের চিত্র দেখলে এর ভয়াবহতা কিছুটা ধরা যাবে। সেখানে ক্ষুধার জ্বালায় মা সন্তানকে বিকিয়ে দিচ্ছে, অনাথ নাবালিকা মেয়েদের পাচার করা হচ্ছে নারীমাংসের ব্যবসায়ীদের কাছে। একদিন যাদের ঘরসংসার ছিল, স্বামী-স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে পারিবারিক জীবন ছিল, তারা আজ অসহায়, ছিন্নভিন্ন পথের মানুষ।

এখানেও সেই 'প্রতিশ্রুতি'র খেলা বহমান। ঘটনা ঘটার সাতদিনের মধ্যে বিশ্বের তাবড় তাবড় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সহ ৫০টি দেশ থেকে জলোচ্ছাসের মতই 'প্রতিশ্রুতি' ঘোষণা হয়েছিল। কেউ ১৫০ কোটি ডলার (অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি); কেউ ৩৫০ মিলিয়ন ডলার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। কিন্তু বাস্তবে কে কত আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছে, ৪ মাস পরেও তার হিসাব কিছু প্রকাশ পায়নি। যতদূর খবর, খুব কমই সাহায্য জমা পড়েছে। বেশিরভাগই প্রতিশ্রুতির খাঁচায় আবদ্ধ। এবং পূর্বের নজির থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তার বেশিরভাগটাই অপূরিত থাকবে। কিন্তু 'সুনামি'র বিপর্যয়কে হাতিয়ার করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই অঞ্চলে তার রাজনৈতিক-সামরিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই সংবাদ গোপন নেই। ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে সরাসরি ত্রাণসাহায্য বিতরণে মার্কিন সামরিক বাহিনী নেমে পড়ায় প্রবল প্রতিবাদ উঠেছে সেই দেশে, বাধ্য হয়ে ইন্দোনেশিয়া সরকারকে সেদেশে মার্কিন সৈন্য থাকার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়েছে। ভারতের আন্দামান নিকোবর অঞ্চলেও মার্কিন সেনার সাহায্যে ত্রাণকাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল আমেরিকা। ভারত সরকার রাজি হয়নি। কারণ, ঐসব অঞ্চলে ভারতের নিজস্ব সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, যার বিশদ তথ্য ভারত অপরকে জানতে দিতে চায় না।

বিপর্যয়ে 'দরদ' দেখানোর এই ভণ্ডামি কেবল বিদেশি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিই করে তা নয়, এ ব্যাপারে ভারত সরকারের ভূমিকাও লজ্জাজনক। সুনামি'র সতর্কবার্তা থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়ায় সুনামির আঘাতের সংবাদ পাওয়ার পরও ভারতের উপকূলে তা আছড়ে পড়ার আগে উপকূলবর্তী জনগণকে বাঁচাবার সময় ও সুযোগ পেয়েও তা করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ক্ষমাহীন উদাসীনতার কাহিনী এখন সকলেরই জানা। পরেও সর্বস্বহারা জনগণের পুনর্বাসনের যে প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দিয়েছিল, সেটাও কি তারা রক্ষা করেছে? দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলের বিধ্বস্ত জনজীবনের যতটুকু সংবাদ এখন মিডিয়ায় গুরুত্বহীনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তা সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষার সাক্ষ্য দেয় না। ভারত সরকারই হোক, অথবা বিদেশি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সরকারই হোক, বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষের প্রতি নির্মম উদাসীনতায় এদের সকলের চরিত্রই এক। কারণ এগুলি তো নিছক সরকার নয়, এরা হল শোষণমূলক রাষ্ট্র — শ্রেণীপীড়নের যন্ত্রবিশেষ। এদের পুলিশ, এদের মিলিটারি, এদের পৌর প্রশাসন, আমলাতন্ত্র সবই বছরে ৩৬৫ দিনই শোষকশ্রেণীর হয়ে কাজ করে। সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে এদের চিরন্তন বিরোধ। কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষমতা নেই এই শোষণমূলক রাষ্ট্রশক্তিকে পরিবর্তিত করে মানবিক গুণসম্পন্ন করে তোলার। শ্রমিক-কৃষকের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে, তাদের সহযোগী শক্তিরূপে এরা কোনদিনই কাজ করবে না, যেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজে পাওয়া গিয়েছে এবং একমাত্র সেখানেই পাওয়া সম্ভব।

দক্ষিণ দিনাজপুর

মদের ভাটি উচ্ছেদের দাবিতে এগিয়ে এলেন গ্রামের মহিলারা

রাজ্যের অন্যান্য অংশের মতো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়ও চলছে মদের ঢালাও কারবার। বিশেষত গ্রামগুলির অবস্থা খুবই ভয়াবহ। মাদকাসক্তির কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মত্ত পুরুষদের দ্বারা অত্যাচারিত হতে হতে প্রতিকারের দাবিতে বিস্তীর্ণ এলাকার মহিলারা কোমর বেঁধে নিজেরাই সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। যেভাবেই হোক মদের ভাটি উচ্ছেদ করতেই হবে — এই সংকল্প তাঁরা নেন।

গত ২৯ এপ্রিল শতাধিক মহিলা গ্রাম থেকে মদের ভাটি উচ্ছেদ ও মদের ঢালাও লাইসেন্স বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন। ভাটপাড়া অঞ্চলের শিবরামপুর গ্রাম থেকে দাবিপত্র হাতে নিয়ে মিছিল করে তাঁরা বালুরঘাটে এস ডি ও'র নিকট ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন স্বপ্না মোদক, নন্দা সাহা, নমিতা মহন্ত, মধুমিতা মহন্ত, দুর্গা বর্মন, আরতি বর্মন প্রমুখ। বিডিও প্রতিশ্রুতি দেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বেআইনি মদের ভাটি ভেঙে দেবেন। সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে আন্দোলনকারী মহিলাদের নিয়ে গণকমিটি গঠনের উদ্যোগ চলছে।

গণআন্দোলনের শপথে

রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ওড়িশা

কমরেড তাপস দত্ত

পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা এবং সাথে সাথে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতির লক্ষ্যে এদেশের একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে যথার্থ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে জাজপুর, কটক, দেলাং, অনুগুল, রৌরকেলা, যশিপুর, বেরহামপুর, উদালা, ভান্ডারীপোখরি, পুরী, বালাশোর, কেন্দ্রাপাড়া, আলান্দো, শোনপুর সহ বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড তাপস দত্ত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জাজপুর, দেলাং এবং রৌরকেলার সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন। এই সভাগুলিতে, কমরেড শিবদাস ঘোষ অল্প কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে কী কঠোর ও কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই দলটিকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, সে সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। ভারতবর্ষের মাটিতে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট দল না থাকায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফল ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কুক্ষিগত হচ্ছে দেখে, 'ভারতছাড়' আন্দোলনে যোগদানের শাস্তি হিসাবে কারাগারে অন্তরীণ থাকাকালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই দলটি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেন। কমরেড দত্ত আরও বলেন, বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে তিনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানভান্ডারকে আরো বিস্তৃত, সমৃদ্ধ এবং উন্নত করেছেন। এবং এ'কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেই নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং এযুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়কে রূপান্তরিত হয়েছেন।

তিনি বলেন, মহান স্ট্যালিন ও মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনে সংশোধনবাদী নেতৃত্ব কায়েম হওয়ার কারণে মূলত বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে যে বিপর্যয় ঘটেছে, তা দূর করার একমাত্র উপায় হল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সর্বদা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে প্রয়োগ করা। পার্টির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী সংহতির আধারে দলের বিস্তার এবং পুনরুজ্জীবনের যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে এস ইউ সি আই-কে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য কমরেড দত্ত পার্টি কর্মী-সমর্থক এবং দরদীদের কাছে অনুরোধ জানান। কমরেড তাপস দত্ত রাজ্যজুড়ে ধাপে ধাপে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে সমস্ত বুর্জোয়া দল এবং সিপিআই ও সিপিএম-এর মতো মেকি মার্ক্সবাদী দলগুলির জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উন্মোচিত করার উপরে জোর দেন।

দিল্লি

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে দিল্লির গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন হলে গত ২৫ এপ্রিল এক জনসভার আয়োজন করা হয়। দিল্লি রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড জে এন মণ্ডল সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

দিল্লিতে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের দাবিতে এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড আর কে শর্মা সভায় একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রতাপ সামল। এর আগের দিন ২৪ এপ্রিল পার্টির প্রতিষ্ঠাদিবসে শহরের পার্টিকেন্দ্র এবং অন্যান্য পার্টি ইউনিটগুলিতে দলের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

প্রধান বক্তার ভাষণে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী পার্টির ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ঐতিহাসিক লগ্নে, সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি যে কর্তব্যগুলি নির্ধারণ করেছে, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ আজ আর শুধু একটি পুঁজিবাদী দেশই নয়, এদেশের পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে এবং সমাজের যাবতীয় কুফল এর থেকেই জন্ম নিচ্ছে। শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিশ্বায়নের সর্বনাশা নীতি ভারতবর্ষে চালু করেছে। এর ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে সমস্যা এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারাচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং এমনকী কেরালা ও পাঞ্জাবের মতো বহু রাজ্যে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, অসংখ্য মানুষ অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু যে সমস্যাটি সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে তা হল, সমাজে সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক মানের দ্রুত অবনমন। মহিলাদের উপর অত্যাচার ব্যাপকহারে বাড়ছে।

তিনি বলেন, আমাদের পার্টি সমস্ত ধরনের শোষণ, নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে, বিশেষত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামগুলি সংগঠিত করছে। সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর মতো সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তিগুলি শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী ভূমিকা পালন করার দ্বারা গণআন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। তথাকথিত এই 'বাম' দলগুলি ইউ পি এ সরকারের নীতিগুলিকে, এমনকী পেটেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০০৫-এর মতো চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতিকেও সমর্থন করছে। এই বিল শুধু যে জীবনদায়ী ওষুধ সহ সমস্ত ওষুধপত্রের দাম বাড়িয়ে দেবে তাই নয়, গবেষণার পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। 'ভ্যাট'-এর মতো একটি ব্যাপক বিস্তৃতিযুক্ত ও বহুস্তরীয় ভোগ-কর উৎপাদন ও বন্টনের প্রতিটি স্তরে যুক্ত হবে, এমনকী স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো অতিপ্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবাও এর আওতার বাইরে থাকবে না। এর ফলে সাধারণ মানুষের উপর আরও ব্যাপক হারে নির্মম করের বোঝা চাপবে। এই চূড়ান্ত জনবিরোধী ভ্যাটকে চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত কমিটির শীর্ষে রয়েছেন তথাকথিত 'বিপ্লবী' অর্থমন্ত্রী সিপিএম-এর অসীম দাশগুপ্ত। বিজেপিকে বৃহৎ বিপদ হিসাবে দেখিয়ে সিপিএম-সিপিআই শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে নেওয়া কংগ্রেসের সমস্ত জনবিরোধী নীতিগুলির মতো ভ্যাটকেও সমর্থন করে যাচ্ছে। শুধু নয়, তাকে কার্যকরী করতে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে। এই তথাকথিত বামদলগুলি সম্পর্কে শোষিত জনগণকে সজাগ হতে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে তিনি আহ্বান জানান।

কমরেড চক্রবর্তী বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ এবং বর্তমান চীনে সমাজতন্ত্রের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষ করে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের যুদ্ধ পরিকল্পনার উপর কার্যকরী কোনও প্রতিরোধের শক্তি আজ আর নেই। কিন্তু এই ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যেও আশার আলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে, এমনকী খোদ আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে বহু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ফেটে পড়ছে। আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দেখিয়েছে যে, দেশে দেশে গড়ে ওঠা এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিকে যুক্ত করে বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে, যা সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সহায়ক হবে।

কমরেড চক্রবর্তী বলেন, দেশে দেশে বিপ্লব সফল করতে হলে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও সংশোধনবাদীদের আদর্শগত, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিকভাবে পরাস্ত করতে হবে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কেবলমাত্র একটি প্রকৃত বিপ্লবী দলের পক্ষেই এই কাজটি করা সম্ভব। কিন্তু নিজের খেয়ালখুশি মতো একটি বিপ্লবী দল কেউ গড়ে তুলতে পারে না। লেনিন বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্দেশ করে গেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠনের সেই লেনিনীয় পদ্ধতিকে নিজস্ব সংগ্রামের দ্বারা আরও সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেছেন। বহু ভাষা, বহু উপজাতি ও বহু ধর্ম অধ্যুষিত এই বিরাট দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সহযোদ্ধাকে পাশে নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ একটি বিপ্লবী পার্টি গঠনের সূচনা করেছিলেন এবং অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেনিনীয় মডেলে আমাদের দল এস ইউ সি আই-কে ভারতবর্ষের একমাত্র সাম্যবাদী দল হিসাবে গড়ে তুলেছেন।

দিল্লির সভায় ভাষণরত কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, পাশে সভার সভাপতি কমরেড জে এন মন্ডল

কমরেড শিবদাস ঘোষ, লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে দেখিয়েছেন, দলের সমস্ত নেতা-কর্মীদের জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে তীব্র সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনার দ্বারা আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলা এবং তার ভিত্তিতে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলার দ্বারাই কেবলমাত্র একটি বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর দল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কমরেড ঘোষ আরও দেখিয়েছেন যে, সঠিক লেনিনীয় নীতির ভিত্তিতে একটি দল গঠন করার জন্যই যে শুধু এই সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে তা নয়, পার্টিকে রক্ষা করার একমাত্র গ্যারান্টিই হল এই সংগ্রামকে আরও উন্নত করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ফলে, আমাদের দলের সমস্ত নেতা ও কর্মীর আদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক চেতনার মানকে আরও উন্নত করতে এই সংগ্রাম জারি রাখতে হবে ও তীব্রতর করতে হবে।

তিনি বলেন, এদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি একমাত্র আমাদের পার্টির শক্তিবৃদ্ধির উপরেই নির্ভর করছে। তিনি দলের সদস্যদের একদিকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তিগুলিকে রাজনৈতিক, আদর্শগত ও সংগঠনগতভাবে পরাস্ত করা এবং জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গণআন্দোলনগুলি গড়ে তোলার সাথে সাথে সর্বত্র গণসংগ্রাম কমিটি গঠন করা ও সেগুলিকে নীচের

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিহারের সভায় ভাষণরত কমরেড রণজিৎ ধর, মঞ্চে কমরেড শিউশঙ্কর এবং কমরেড অরুণ সিং

রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

সল্টলেক কমিউনে প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত

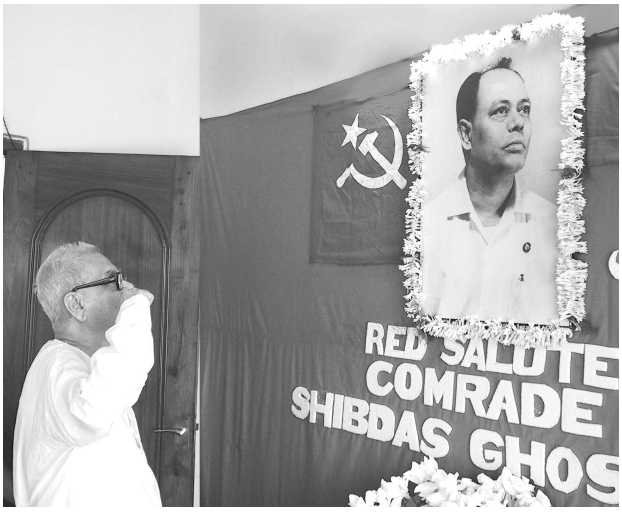

২৪শে এপ্রিল পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতার সল্টলেক পার্টি কমিউনে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, আমাদের প্রিয়তম নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক, এযুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা প্রয়াত কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত এবং কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ প্রদান করেন। সল্টলেক কমিউনের অন্যান্য কমরেডরাও কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ২৪শে এপ্রিল ও কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় এবং শেষ হয় সমবেত কণ্ঠে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতটি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। (ছবিতে) কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের পর লাল সেলাম জানাচ্ছেন কমরেড নীহার মুখার্জী।

চারের পাতার পর

স্তর থেকে উপরের স্তর পর্যন্ত সংগঠিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের কমরেডরা যদি তাঁদের এই দায়িত্বের কথা সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হন, তাহলে দলের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন অর্থবহ হবে।

হরিয়ানা

পার্টি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২৪ এপ্রিল গুরগাঁও-এর আগরওয়াল ধর্মশালায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন কমরেড বলওয়ান সিংহ। ঐদিনই রোহতকের ছোটুরাম পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড অনুপ সিংহ। উভয় সভাতেই প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান। প্রতিষ্ঠা দিবসে ঝজ্জর, কইথাল ও সোনেপতের সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য যথাক্রমে কমরেড অনুপ সিংহ, কমরেড রামফল এবং কমরেড হরিপ্রকাশ। ২৬ এপ্রিল ভিওয়ানিতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন কমরেড সত্যবান এবং সভাপতিত্ব করেন কমরেড জৈল সিংহ।

বিহার

দলের ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৪ এপ্রিল বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুরে বিপুল সংখ্যক কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব ও মহিলাদের একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেড অরুণ কুমার সিং, কমরেড দীপক কুমার সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ। মিছিলের পর জামালপুরের আর্যভারতী উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিউশঙ্কর। দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভা শুরু হয়। সভায় প্রয়াত কমরেড ভোজু সিং, কমরেড সৌরভ বসু, কমরেড রেণুপদ হালদার এবং অন্যান্য যেসব কমরেড রোগে আক্রান্ত হয়ে বা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কমরেড রণজিৎ ধর তাঁর ভাষণে, পার্টি গঠনের সূচনাকালে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে অকল্পনীয় কঠোর এবং কঠিন সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করেন। গণআন্দোলনগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সর্বস্তরের মানুষকে সংগঠিত করার পাশাপাশি উন্নত থেকে উন্নততর কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলার প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে কমরেড ধর দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ

দলের ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনন্তপুরের কৃষ্ণকলা মন্দিরে গত ২৬ এপ্রিল এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পার্টির অনন্তপুর জেলা সম্পাদক কমরেড বি এস অমরনাথ।

প্রধান বক্তার ভাষণে এস ইউ সি আই-এর কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ নতুন উদ্দীপনার সঙ্গে গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এস ইউ সি আই দলটিকে শক্তিশালী করার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে আধুনিক সংশোধনবাদ যে কতখানি বিপজ্জনক, তা আলোচনা প্রসঙ্গে কমরেড রাধাকৃষ্ণ সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদ ফিরে আসার ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন।

পার্টির অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে শ্রীধর, রাজশেখর রেড্ডি সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির তীব্র সমালোচনা করেন।

মহারাষ্ট্র

মুম্বই ঃ ২৪শে এপ্রিল পার্টি প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে মুম্বইয়ের প্যারেলে সোস্যাল সার্ভিস লিগ স্কুলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড ওমপ্রকাশ মৌর্য এবং সভা পরিচালনা করেন কমরেড উমাশঙ্কর মৌর্য। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড দীপঙ্কর রায়। অন্যান্য বক্তারা ছিলেন মুম্বই সংগঠনী কমিটির ইনচার্জ কমরেড এ কে ত্যাগী, কমিটির অন্য সদস্য কমরেড কুলশ্রেষ্ঠ।

নাগপুর ঃ ''শুধু অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি নয়, সারা বিশ্বের মেহনতি জনতার সার্বিক মুক্তির একমাত্র দর্শন হল মার্ক্সবাদী দর্শন।'' — দলের ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নাগপুরের 'রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি' হলে ২৭ এপ্রিল আয়োজিত সভায় প্রধানবক্তার ভাষণে কমরেড দীপঙ্কর রায় এ কথা বলেন। সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ স্বাধীনতাসংগ্রামী আজিজ খান হিন্দুস্তানী। সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক শ্রমিক নেতা কমরেড মাধব ভোন্ডে। কমরেড প্রমোদ কাম্বলেও সভায় বক্তব্য রাখেন।

সভায় ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মহিলা ও পুরুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

কর্ণাটক

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইণ্ডিয়ার ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ২৪শে এপ্রিল ব্যাঙ্গালোরের বি এম শ্রী কলাভবনে উদ্‌যাপিত হয়। আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের ব্যাঙ্গালোর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড এম এস প্রকাশ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ।

কমরেড রাধাকৃষ্ণ তাঁর ভাষণে বলেন, ভ্যাট আইন এবং পেটেন্ট বিল চালু করে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়িয়ে আমাদের দেশের সরকার জনজীবনের উপর নতুন করে আঘাত নামিয়ে আনছে।

কমরেড রাধাকৃষ্ণ পার্টিকে আরও শক্তিশালী এবং ত্রুটিমুক্ত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শগত কেন্দ্রিকতা, যৌথ নেতৃত্ব এবং একদল জাত-বিপ্লবীর। দলের কর্মী এবং সমর্থকদের কাছে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

পাঞ্জাব

গত ২৪ এপ্রিল পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিটের পক্ষ থেকে বুধলাধা শহরে পার্টির ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড অবতার সিং। প্রধান বক্তার ভাষণে পার্টির দিল্লি রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল, শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর হয়ে এদেশের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নের নীতি রূপায়ণের দ্বারা কীভাবে সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে তা ব্যাখ্যা করেন।

ছত্তিশগড়

ছত্তিশগড়ের দুর্‌গে জেলায় পার্টি প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত রাজ্য নেতা কমরেড বাদশা খান। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড দীপঙ্কর রায়। এই উপলক্ষ্যে ইন্দিরা মার্কেটে পার্টির পুস্তক ও পত্রপত্রিকা প্রচার এবং জনসম্পর্ক বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রচার কর্মসূচি পালিত হয়।

মধ্যপ্রদেশ

ভোপাল ঃ এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভোপালের নীলম পার্কে ২৭ এপ্রিল এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দলের কর্মী-সমর্থক-দরদীদের এক সুসজ্জিত বিরাট মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সভাস্থলে আসে।

সভার প্রধান বক্তা, হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান বলেন, নির্বাচন-সর্বস্ব দলগুলি, বিশেষ করে কংগ্রেস ও বিজেপি স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৫৮ বছর ধরে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে এসেছে এবং সাধারণ মানুষের উপর শোষণ-অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়েছে। অন্যদিকে সিপিএম-সিপিআই, বিজেপিকে পরাস্ত করার অজুহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন করে নিজেরাও সরকারি ক্ষমতার ভাগ নিচ্ছে। অথচ সি পি এমই মোরারজী দেশাই'র জনতা সরকার, যাতে জনসংঘ ছিল বা পরবর্তীকালে বিজেপি'র সাথে হাত মিলিয়ে ভি পি সিং সরকারকে সমর্থন করে তাদের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই-এর পতাকাতলে সংগঠিত হয়ে সর্বপ্রকার শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলে গণমুক্তির একমাত্র পথ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে এগিয়ে আসার জন্য তিনি জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

সভার সভাপতিত্ব করেন দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সংযোজক কমরেড উমাপ্রসাদ। পুঁজিপতিশ্রেণী পরিচালিত নির্বাচনী রাজনীতি তথা সংসদীয় রাজনীতির পরিবর্তে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্দেশিত উন্নত আদর্শভিত্তিক গণআন্দোলনের রাজনীতি, বিপ্লবী রাজনীতির পথে এগিয়ে আসার জন্য তিনি মানুষের কাছে আবেদন জানান।

সভা পরিচালনা করেন দলের ভোপাল ইউনিট ইনচার্জ কমরেড জে সি বারই। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

জবলপুর

জবলপুর ঃ এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে পালিত হয়। পূর্ব ধমাপুরের পার্টি কার্যালয়ে নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সংযোজক কমরেড উমাপ্রসাদ সকাল সাড়ে আটটায় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

সন্ধ্যা ৭টায় কাচঘর চকে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন জবলপুর জেলা সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী ঘোষ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড উমাপ্রসাদ। সভা পরিচালনা করেন কমরেড প্রদীপ চৌধুরী।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ৬০ বছর

একের পাতার পর

সেইসব দেশের ভিতর থেকে সহযোগিতা পায়। কিন্তু রাশিয়ায় তা পায়নি। ইউক্রেনে বিশাল সংখ্যায় জার্মান বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও এবং বহুপূর্ব থেকে তাদের মধ্যে কমিউনিস্টবিরোধী প্ররোচনা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও হিটলার ইউক্রেনে ঘরশত্রুদের কাছে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পায়নি। অন্যদিকে বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রাশিয়ায় জর্জিয়া, চেচনিয়া, ইংগুশিয়া হয়ে ভোলগা নদীর তীর ধরে লালফৌজের সাময়িক পশ্চাদপসরণের সময়ও সংখ্যালঘু জনগণ বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যায়নি। তাছাড়া ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি স্ট্যালিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্রবিরোধী সোভিয়েটবিরোধী দেশদ্রোহীদের নির্মূল করে ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেছিল। শঙ্কিত হিটলারই প্রথম স্ট্যালিনের এই পদক্ষেপকে অমানবিকতা, স্বৈরাচার, নিষ্ঠুরতা বলে প্রচার করে। পরে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা এই প্রচারকে তুঙ্গে তোলে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সংশোধনবাদীরা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্ট্যালিনবিরোধী মিথ্যা প্রচারকে গ্রহণযোগ্য করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্তু ঠিক বিপরীত কথা বলেছেন, সমকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ডেভিস। ঐ সময়ে তিনি মস্কোতেই ছিলেন। স্ট্যালিনের তথাকথিত 'বর্বরতা' তিনি তাঁর অভিজ্ঞ কূটনীতিকের চোখে দেখেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মতামত ও তথ্য 'মিশন টু মস্কো' বইতে তিনি লিখে যান। ডেভিস লিখেছেন — আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, হিটলার রাশিয়ায় ঢুকে ঘরশত্রুদের সন্ধান পায়নি কেন ? আমি বলি — স্ট্যালিন অনেক আগেই তাদের চিহ্নিত করে নির্মূল করে দিয়েছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত সহ বিশ্বের বিভিন্ন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ বিচার করে, স্ট্যালিন এই দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অথচ বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স 'মিশন টু মস্কো' অবলম্বনে যে সিনেমা তুলতে চেয়েছিল, মার্কিন সরকার তাতে অনুমতি দেয়নি। বরং সংস্থার কর্মকর্তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। মার্কিন গণতন্ত্রের এই হল আসল চেহারা।

'লেনিনের কমসোমলের সভ্য আমি' এই তেজোদীপ্ত গৌরব নিয়ে সেবাস্তিপোলে অসীম সাহসে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে সোভিয়েট কিশোর। স্ট্যালিনগ্রাদ ফ্রন্ট থেকে লালফৌজের সৈনিক চিঠি লিখেছেন স্ট্যালিনকে — আমাদের পিতারা ৎসারিৎসিন (স্ট্যালিনগ্রাদের পূর্বনাম) রক্ষায় আপনার নামে প্রাণ দিয়েছিলেন, আমরাও স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষা করবই। ১৯৪১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বেতারভাষণে বলছেন — আসল লড়াই হচ্ছে রাশিয়ায়। সেবাস্তিপোল, রোস্তভ, কিয়েভ, কুরস্ক, লেনিনগ্রাদ, স্ট্যালিনগ্রাদ এবং মস্কোতে হিটলারবাহিনীর কবর খুঁড়েছে লালফৌজ। রাশিয়ার বিশাল অংশ দখল করেও পায়ের নিচে জমি পায়নি হিটলার। জার্মান সেনা যত এগিয়েছে, পার্টিজান যোদ্ধারা (পার্টির নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধারা) জার্মান অস্ত্রভাণ্ডার উড়িয়ে দিয়েছে, রেলপথ, যান চলাচলের পথ কেটে দিয়ে রসদ সরবরাহ রুখে দিয়েছে। খাওয়ার জন্য গম, পানীয় জল পেতে দেয়নি ফ্যাসিস্টদের। সামনে লালফৌজ, পিছনে পার্টিজানদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে জার্মান বাহিনী। এই যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হিসাবে লালফৌজ পরিচালনা, পার্টির সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে পার্টি ও পার্টিজানদের পরিচালনা, অবিসংবাদী জননেতা হিসাবে শ্রমিক-কৃষক সহ রুশ জনগণকে পরিচালনা করেছেন স্ট্যালিন। সুতীব্র জার্মান হানাদারির মুখেও কৃষি, শিল্প, খনি ও অস্ত্র কারখানায় উৎপাদন অব্যাহত থেকেছে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায়, যার শীর্ষে ছিলেন কমরেড স্ট্যালিন। ১৯৪১ সালে ভয়ঙ্কর জার্মান আক্রমণের মধ্যেও তাঁর নেতৃত্বে মস্কোর রেড স্কোয়ারে পালিত হয়েছে নভেম্বর বিপ্লব দিবস। হিটলারের মস্কো জয়ের দুরাশা, হিটলারকে দিয়ে সমাজতন্ত্র ধ্বংস করানোর সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন রাশিয়ায় এমন কোনও পরিবার ছিল না, যার কেউ না কেউ যুদ্ধে প্রাণ দেয়নি। জয়া, সুরা, লিজা, ইভান, ওলেগ, উলিয়ানা, লুবভ, সের্গেই-এর মতো পার্টিজানরা, ভবিষ্যৎ রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা কিশোর বয়সে বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রাণ দিয়েছে। সমাজতন্ত্র ধ্বংসের সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী সামরিক অভিযান এবং অকল্পনীয় বর্বরতায় তা সম্পন্ন করার মরিয়া চেষ্টার সামনে অলংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েট জনগণ, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি এবং মানবমুক্তির প্রতীক কমরেড স্ট্যালিন। বিপ্লব ও জনগণের স্বার্থে সমর্পিত প্রাণ স্ট্যালিন, প্রশ্নাতীত ক্ষমতার অধিকারী, বিশ্বে যখন তাঁর মর্যাদা সীমাহীন, বিশ্বের কমিউনিস্টরা যখন তাঁকে শিক্ষক বলে মেনেছে, অকমিউনিস্ট গণতন্ত্রী মানবতাবাদীরা তাঁকে যুগনায়কের মর্যাদা দিয়েছে, তখনও তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'আমি লেনিনের ছাত্র, তাঁর যোগ্য ছাত্র হওয়াটাই আমার আকাঙ্ক্ষা।' তাঁর নিজের বিচারে এই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

কমিউনিজমকে হতমান করার চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী আর শোধনবাদীরা যে স্ট্যালিন-নেতৃত্বকেই আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরই ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে শোধনবাদীরা স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসার দ্বারা এবং শোধনবাদী ভ্রান্ত নীতির দ্বারা কমিউনিজমের মহত্ত্বকে খর্ব করেছে। এরই সুযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য ও সহায়তায় প্রতিবিপ্লবীরা সোভিয়েট ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সোভিয়েট জনগণের মন থেকে স্ট্যালিনকে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। আজ বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী শাসনে রাশিয়ায় একদল পেপসি-ম্যাকডোনাল্ডপ্রেমী মার্কিনভজা ধনীর সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে বেকারি অভাব অশিক্ষা অনিশ্চয়তার আবহাওয়ায় সমাজতন্ত্রের সুদিনের স্মৃতি ক্রমেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। রাশিয়ায় আবার স্ট্যালিনের ছবি হাতে মানুষ পথে নামছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পোড়খাওয়া সেনারা স্ট্যালিনের ছবি লাগানো ট্রেনে করে এসেছেন বিজয়দিবস পালনে। নবীন প্রজন্মের মধ্যেও স্ট্যালিনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

স্ট্যালিন বলেছিলেন, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এমন সব অপরাধের অভিযোগ আনা হবে যে অপরাধ তারা করেনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ইতিহাসের ঝোড়ো বাতাস আমাদের কবরের উপর থেকে কুৎসার ঝরা পাতা উড়িয়ে দেবে। সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

সেই সত্য উদ্‌ঘাটনের আহ্বান নিয়ে এসেছে এবারের ৮ মে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয় দিবস।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের বেসরকারীকরণ

একের পাতার পর

থাকে? সংবাদে প্রকাশ, দীর্ঘদিন ধরেই সরকার পরিচালনাধীন এই হোটেলটি সরকারি দল ও তার গণসংগঠনগুলির নানান ধরনের সভা, সম্মেলন ও মোচ্ছবের আড্ডা হয়ে উঠেছিল। হোটেলের লক্ষ লক্ষ টাকার বকেয়া তারা দেয়নি। সরকারি স্তরে অপদার্থতা ও দুর্নীতিরোধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে লোকসানের সমস্ত দায় আজ সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার হোটেল কর্মীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং সরকারি হোটেলটিকে লোকসানের অজুহাতে বেসরকারি মালিকের কাছে বেচে দিচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই কর্মীরা সরকারের এই চরম অগণতান্ত্রিক ও শ্রমিকস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হননি। ডান-বাম নির্বিশেষে কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। প্রতিবাদে তাঁরা কেউই ই আর এস ফর্ম তোলেননি। সিটুর অনুগামী কর্মচারীরাও এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। কিন্তু সিটুর শীর্ষ নেতারা সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য কর্মীদের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছেন। তাঁরা বলেছেন, সরকারি সিদ্ধান্তই সিটুর সিদ্ধান্ত। এমনকী সিটু নেতারা কর্মীদের হুমকিও দিচ্ছেন। সিটুর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী বলেছেন, সরকারের নির্দেশ মেনে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের যেসব কর্মী আগাম অবসর গ্রহণ করবে না, তাঁদের দায়িত্ব কোনভাবেই সিটু নেবে না। সিপিএম নেতা, পর্যটনমন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া বলেছেন, আগাম অবসরের প্রস্তাবে কর্মীরা সাড়া না দিলে শিল্প বিরোধ আইন মোতাবেক হোটেল বন্ধ করে দেওয়া হবে; সেক্ষেত্রে কর্মীদের পাওনা অনেক কমে যাবে। অর্থাৎ পুঁজির কাছে আত্মবিক্রয়ের পথে সিপিএম নেতৃত্ব আজ আর কোন বাধাই মানতে রাজি নন। তাই ভয় দেখিয়ে, চাপ সৃষ্টি করে, শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বেসরকারীকরণের সরকারি সিদ্ধান্ত তাঁরা শ্রমিকদের মানতে বাধ্য করছেন। বাধ্য করছেন শ্রমিকদের আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসার জন্য।

আসলে, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সরকারি সিদ্ধান্ত কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। উদারীকরণ-বেসরকারীকরণের যে নীতিকে সিপিএম নেতারা এ রাজ্যে কার্যকরী করে চলেছেন — এটি সেই সামগ্রিক পরিকল্পনারই অঙ্গ। রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন সংস্থাগুলির 'পুনর্গঠনের' নামে বেসরকারীকরণ, ব্যাপক কর্মসংকোচন অথবা বন্ধ করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিয়েছে তার প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮টি সংস্থাকে তারা বেছে নিয়েছিল। এর মধ্যে গত বছরেই চারটি সংস্থা তারা বন্ধ করে দিয়েছে, ৬টি সংস্থার বেসরকারীকরণ ঘটিয়েছে। এর ফলে ২৪০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের কোপে পড়েছে। এই পর্যায়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের বেসরকারীকরণ ছাড়াও আরও দুটি সংস্থা তারা বন্ধ করে দেবে এবং বাকিগুলির কর্মসংকোচন ঘটাবে। এতে ১৫০০ কর্মীকে বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হবে।

'পুনর্গঠনে'র দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকারি ৩৩টি ইউনিটকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২১টি ইউনিট উৎপাদনের সাথে যুক্ত এবং ১২টি ইউনিট যুক্ত পরিষেবার সাথে। এই পর্যায়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন সংস্থা, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির পুনর্গঠন পরিকল্পনা।

রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পে ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া সংস্থাগুলি হল ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প লিমিটেড, সুন্দরবন সুগারবীট, কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যান্ড গ্লাস, অ্যাপোলো জিপার এবং ওয়েবেলের অধীন পাঁচটি সংস্থা। বন্ধ হতে চলেছে লিলি বিস্কুট, নিলামে ফেলা হয়েছে নিও পাইপস্ অ্যান্ড টিউবস্, কার্টার পুলার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল প্লাইউড। ৭৪ শতাংশ শেয়ার বেচে দেওয়া হয়েছে এঙ্গেল ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের।

তথাকথিত এই পুনর্গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের আগাম অবসর প্রকল্পে (ই আর এস) ২২০ কোটি টাকার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ৯০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে খরচ করেছে। এর মধ্যে ডি এফ আই ডি'ই দিয়েছে ৮১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ের টাকাও যোগাবে ডি এফ আই ডি। রাজ্য পরিবহন এবং বিদ্যুৎ পর্ষদের পুনর্গঠনের জন্য রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। এই পুনর্গঠন পরিকল্পনায় উপদেষ্টা হিসাবে রাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স'কে নিয়োগ করেছে।

সিপিএমের সদ্যসমাপ্ত পার্টি কংগ্রেসে বিদেশি বিনিয়োগের প্রশ্নে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় একদল নাকি বলেছিলেন, বিদেশি বিনিয়োগে তাঁদের আপত্তি নেই, শুধু সেই বিনিয়োগের পিছনে যেন কোন শর্ত না থাকে। আর একদল বলেছিলেন, শর্ত ছাড়া ঋণ বা লগ্নি সবসময় পাওয়া যাবে না, কিন্তু সেই শর্ত দলের 'মূল ভাবনার' বিরোধী কিনা সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই এখন যে প্রশ্ন ওঠে তাহল, ডি এফ আই ডি, এ ডি বি, বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঝানু সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নী সংস্থাগুলি এ রাজ্যে বিপুল অঙ্কের টাকা ঢালছে, তথা সরকারকে ঋণ দিচ্ছে তা কি বিনা শর্তে? লোকসানে চলা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে লাভজনক করে তোলার জন্য তাদের এই অর্থ বিনিয়োগ কি একেবারেই নিষ্কাম? নাকি যে শর্তেই ঋণ নেওয়া হোক না কেন তা আজ আর তাঁদের দলের 'মূল ভাবনার' বিরোধী নয়? সকলেই জানেন, রাজ্য সরকারের এই পুনর্গঠন পরিকল্পনাটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ডি এফ আই ডি। বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফের মতো চিহ্নিত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলিকে এড়িয়ে সিপিএম সরকার এখন ডি এফ আই ডি থেকে ঋণ নিচ্ছে — যাতে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে একদিন তারাই যে বক্তব্য রেখেছিল এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এইগুলি সম্পর্কে যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে, তার হাত থেকে তারা নিজেরা রেহাই পেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী এই সংস্থাগুলি শর্ত দেওয়ার আগেই সিপিএম শ্রমিক ছাঁটাই, বেসরকারীকরণ, কর্মসংকোচন, মালিকদের জন্য ট্যাক্স ছাড় প্রভৃতি চালু করে দিয়েছে। এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নীকারী সংস্থাগুলিও তো চায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি থেকে সরকার হাতগুটিয়ে নিক, দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের কাছে সেগুলি বেচে দিক। তার জন্য ঋণের সাথে তারা কখনো কখনো কিছু টাকা অনুদান হিসাবেও দিয়ে থাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সুদ সহ সমস্ত টাকাই তারা তুলে নেয়। সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট সরকারকে তারা ঋণজালে বেঁধে ফেলে। ফলে আজ আর নতুন করে শর্ত দেওয়ার কিছু নেই। বাস্তবে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন 'বিনা শর্তে' বলে কোন কিছু হয়না, তেমনই সিপিএমও আজ ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সত্যিসত্যিই কোন শর্তের বিরোধী নয়। যতটুকু বিরোধিতা তাহল মৌখিক — জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া এবং দলের মধ্যে এখনও যাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন তাঁদের মুখ বন্ধ করাই এর উদ্দেশ্য।

শ্রেণী সমঝোতা নয়, শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর করার লক্ষ্যে

রাজ্যে রাজ্যে মে দিবস পালিত

গুজরাট

১লা মে সুরাটে মিছিল-মিটিংয়ের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হয়। ঐ দিন উধ্নায় একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড রামভরত মৌর্য। প্রধান বক্তা গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকানাথ রথ সুরাটের শ্রমিকদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে বলেন, পাওয়ারলুম শ্রমিকরা যে অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কাজ করে তা এঙ্গেলস-এর বিখ্যাত গ্রন্থে বর্ণিত ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে কোন শ্রম-আইনই কাজ করে না। তিনি আন্তঃরাজ্য মাইগ্রেশন অ্যাক্ট চালু করার এবং শ্রমিকদের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবি জানান। এছাড়াও রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড তপন দাশগুপ্ত পেটেন্ট অ্যাক্ট ও ভ্যাট চালুর বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। মুম্বই থেকে আগত কমরেড গুলাব মৌর্য, কমরেড সত্যেন্দ্র সিং, প্রয়াগ মৌর্য, কমরেড রামমুরত বক্তব্য রাখেন।

ঝাড়খণ্ড

এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ১লা মে উদ্‌যাপিত হয়। সকালে বিভিন্ন জেলার পার্টি কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ এবং শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এরপর বিভিন্ন কল-কারখানার গেটে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে 'মহান মে দিবস জিন্দাবাদ' অঙ্কিত ব্যাজ পরানো হয়।

রাঁচিতে এলবার্ট এক্কা চকে এস ইউ সি আই রাঁচি জেলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক পথসভায় সভাপতিত্ব করেন রাঁচির প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা কমরেড জীবিতরাম পাসোয়ান। বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ অশোক সিং, হরেন্দ্র সিং, মোহন সিং প্রমুখ। বক্তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মজদুর বিরোধী নীতি, ভুমগুলীকরণ, লক-আউট, ছাঁটাই এবং শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়নের উপর লাগাতার হামলার তীব্র নিন্দা করে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মধ্যপ্রদেশ

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর জবলপুর শাখার পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মে দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে কাচঘর চকে কমরেড প্রদীপ চৌধুরী তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দেন। ব্যাপক স্লোগানের মধ্যে লাল পতাকা উত্তোলন করেন এস ইউ সি আই-এর মধ্যপ্রদেশ শাখার রাজ্য সংযোজক কমরেড উমাপ্রসাদ। সবশেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

ঐদিন সন্ধ্যা ৬টায় হাইকোর্ট চক থেকে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সম্মিলিত সুসজ্জিত মিছিল বের হয়। স্লোগানমুখর এই বিশাল মিছিলে অসংখ্য অসংগঠিত শ্রমিক ও যুবক-যুবতী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রধান সড়ক হয়ে মিছিলটি সভাস্থল সুপার মার্কেটে পৌঁছায়। যুক্ত সভায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষে পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন কমরেড ভবানী ঘোষ এবং বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড হোরিলাল বিশ্বকর্মা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অন্যান্য বছরের মত এবছরও মে দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন শহরের বিভিন্ন অংশ পতাকা ও ব্যানারে সজ্জিত করেছিল। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক ঘণ্টাঘর চকটি সাজানো হয়।

মহারাষ্ট্র

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর 'সেভ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড লেবার রাইট্স্ কমিটি'র আহ্বানে মুম্বইয়ের ভিওয়ান্ডি অভিচিত পাড়ায় মে দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় শত শত পাওয়ারলুম শ্রমিক এবং মহিলা সহ বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী জনগণ সমবেত হয়েছিলেন। সভার শুরুতেই স্থানীয় ইয়ং স্টার্স কালচারাল ট্রুপ একটি পথনাটিকা পরিবেশন করে। স্থানীয় নাগরিক মহম্মদ নাজিম আনসারি সভা পরিচালনা করেন।

অ্যাডভোকেট সামিম আজমি পাওয়ারলুম শ্রমিকদের দুর্দশা বর্ণনা করেন, উদ্যোক্তা কমিটির সংগঠক কে কুলশ্রেষ্ঠ সেই এলাকার শ্রমিকদের দুরবস্থার চিত্রটি তুলে ধরেন, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর মুম্বই ইনচার্জ কমরেড এ ত্যাগী মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। প্রধান বক্তা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্যতম সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ঐতিহাসিক মে দিবস পালন একটি অনুষ্ঠানমাত্র নয়, এটি শপথ নেওয়ার দিন। কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি, কম মজুরি, বেসরকারীকরণ, শ্রমিক সংখ্যা সংকোচন, বহু কষ্টার্জিত শ্রমিকের অধিকারহরণের বিরুদ্ধে ও চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করতে হবে এবং তা পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে।

কর্নাটক

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী ব্যাঙ্গালোর জেলা ইউনিটের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্গালোরের মহীশূর ব্যাঙ্ক সারকেলে ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ও ব্যাঙ্গালোরের জেলা আহ্বায়ক কমরেড এস এস প্রকাশ। তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী এবং শোষিত মানুষকে সঠিক বিপ্লবী লাইনের ভিত্তিতে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। রাজ্য কমিটির অপর সদস্য কমরেড কে ভি ভাট সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

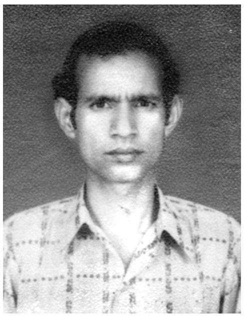

বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া ব্লকের মালিয়াড়া অঞ্চলের মেটেলির কমরেড মদন শ্যাম দীর্ঘদিন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগে গত ২২ এপ্রিল রাত সাড়ে সাতটায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ঐ এলাকায় দলের কাজ শুরু হওয়ার পর ৭০-এর দশকের প্রথম দিকে তিনি প্রয়াত কমরেড কালো অধিকারীর সংস্পর্শে এসে দলের সাথে যুক্ত হন। পরে এলাকায় গড়ে ওঠা যেকোন আন্দোলনে তিনি থাকতেন সামনের সারিতেই। দলের প্রতি ও দলের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম।

তাঁর মরদেহ ঐ দিন রাতে স্থানীয় পার্টি কার্যালয়ে আনা হলে দলের বড়জোড়া লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। কমরেড তারাপদ গরাই, কমরেড তারক পাখিরা ও কমরেড তুলসি শ্যাম সহ কর্মী ও সমর্থকরা তাঁর প্রতি লাল সেলাম জানিয়ে তাঁকে শেষ বিদায় জানান।

কমরেড মদন শ্যাম লাল সেলাম !

বীরভূম

কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতিতে কর্মীশিবির

২৯-৩০ এপ্রিল সিউড়ি সরোজবাসিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বীরভূম জেলা কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের কর্মীশিবির অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ৮টি ব্লক থেকে কর্মীরা এই শিবিরে অংশ নেন। শিবির উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী। তিনি ভারতের শোষণমুক্তি সংগ্রামের অন্যতম শ্রেণীসংগঠন হিসাবে কে কে এম এস-কে দ্রুত শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। শিবিরে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত 'ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যা ও চাষী আন্দোলন প্রসঙ্গে' বইটির অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান কমরেড বৈদ্যনাথ মাল। উপস্থিত কমরেডরা পঠিত বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নেন। সংগঠনের রাজ্য নেতা কমরেড জাকিমউদ্দিন জাতীয় কৃষিনীতির সর্বনাশা দিকগুলি তুলে ধরেন। রাজ্য সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্স বলেন, বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদের তীব্র সঙ্কটের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে গৃহীত জাতীয় কৃষিনীতির মধ্য দিয়ে চাষীর জমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এ'কাজে কংগ্রেস ও বিজেপির ন্যায় সি পি এম-ও সামিল হয়েছে। এই বিপদ রোখার জন্য তিনি চাষী সংগঠনকে দ্রুত শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এই শিবিরে আন্দোলনের নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কমরেড বাগাল মার্ডিকে সভাপতি এবং কমরেড বৈদ্যনাথ মালকে সম্পাদক করে ১৯ জনের জেলা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুরে ভ্যাটবিরোধী নাগরিক সভা

৩ মে এস ইউ সি আই বহরমপুর লোকাল কমিটির আহ্বানে স্থানীয় ঋত্বিক সদনে শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবনায় লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অপূর্ব ব্যানার্জী ভ্যাট অর্থাৎ ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স নিয়ে একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিকের স্বার্থে সংসদীয় দলগুলি, বিশেষ করে বামপন্থার দাবিদার সি পি এম-এর অগ্রণী ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রাথমিকে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তনের মতো ঐতিহাসিক বিজয়ের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তিনি আগামীদিনে ভ্যাট প্রত্যাহার আন্দোলনের আহ্বান জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন মুর্শিদাবাদ জেলা চেম্বার্স অব কমার্স-এর সম্পাদক অজয় সিংহ এবং সভাপতি প্রশান্ত কুমার বাগচী।

প্রধান বক্তার ভাষণে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে বিশ্বায়নের পরিপূরক করকাঠামো সংস্কারের কর্মসূচি হিসাবে ভ্যাট অর্থাৎ যুক্তমূল্য কর চালু করার সরকারি চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ভ্যাটের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছেন। আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে এস ইউ সি আই দলের পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা তিনি উল্লেখ করেন। এ'দিনের নাগরিক সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক কমরেড কমল কান্তি ঘোষ।

২ মে, বঞ্চনার প্রতিবাদে ৩% মহার্ঘভাতা মুখ্যমন্ত্রীকে ফেরৎ পাঠানোর জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে লাইন দিয়ে ভাতা ফেরৎ দিচ্ছেন কর্মচারীরা

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

দেশে দেশে মহান মে দিবসে সমাবেশ ও গণমিছিল

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে মে দিবসের চেতনা পুনরায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান

জাপানের টোকিও শহরে মে দিবস উপলক্ষে বিশাল মিছিল

ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর উদ্যোগে নাগপুরে মে দিবসের জনসভা

এস ইউ সি আই-এর আহ্বানে বরোদায় মে দিবসের সমাবেশ

স্কুলগুলিতে ডি আই'র সার্কুলারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেআইনি আদায়

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ডি আই'র সার্কুলার উপেক্ষা করে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির সময় অবৈধ ফি ও ডোনেশন আদায় করে চলেছে। ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে গত মার্চ মাসে ডি আই স্কুলগুলিকে বেআইনি আদায় বন্ধ করার সার্কুলার দিয়েছিলেন (স্মারকসংখ্যা ৩৩২ S/৬৬২ তাং ১৪/৩/০৫)। কিন্তু বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই সার্কুলারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেআইনি আদায় চালিয়ে যাচ্ছে। ভুক্তভোগী ছাত্র ও অভিভাবকেরা অবশেষে সংগ্রামী সংগঠন ডি এস ও'র সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হয়। আন্দোলনের চাপে পাঁশকুড়া সিদ্ধা হাইস্কুলে ফি ১৫০ টাকা থেকে কমে ৫৫ টাকা, কোলা ইউনিয়ন গার্লস স্কুলে ৩২৫ টাকা থেকে কমে ১২৫ টাকা হয়েছে। পরমানন্দপুর স্কুল, দেউলিয়া স্কুলে ৬৩ টাকা ফি নিয়েই ভর্তি হচ্ছে। জেলার বেশ কিছু স্কুল বেআইনি আদায়ে অনড় থাকায় পুনরায় গত ৫ মে ডি আই অফিসে ডেপুটেশন দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। ডি এস ও মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত দাস জানিয়েছেন, বামফ্রন্ট সরকারের মদত পেয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষ বেআইনি আদায় চালাতে পারছে।

পূর্ব মেদিনীপুর

বর্ধিত ফি প্রত্যাহারে বাধ্য হল স্কুল-কর্তৃপক্ষ

কোলাঘাটে কোলা ইউনিয়ন বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সরকার নির্ধারিত ভর্তি ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ২০০ টাকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডোনেশন হিসাবে নিতে চাইলে এস ইউ সি আই-এর ছাত্র সংগঠন সারা ভারত ডি এস ও তার তীব্র বিরোধিতা করে। ডি এস ও -র কর্মী এবং অভিভাবকরা গত ৩ মে অতিরিক্ত ২০০ টাকা বাদ দিয়ে সরকার নির্ধারিত ফি নিয়ে ভর্তির দাবিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে ঘেরাও করে। ঐ সময় বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। শেষপর্যন্ত প্রধান শিক্ষিকা অতিরিক্ত ২০০ টাকা বাদ দিয়ে সরকার নির্ধারিত ফি নিয়ে ছাত্রীদের ভর্তি করেন।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ৬০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ৮ই মে সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের উদ্যোগে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে জনসভা

বিশিষ্ট নাগরিকদের আহ্বানে
ভ্যাট চালু করার বিরুদ্ধে
নাগরিক কনভেনশন
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, কলকাতা
১৬ই মে বিকাল ৫টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in